এক নাটুকে পরিবারের গল্প

লাকী ইনাম অত্যন্ত শক্তিমান অভিনেত্রী। বিচিত্র চরিত্রে দক্ষ অভিনয় শৈলীর মাধ্যমে স্বতন্ত্র মিডিয়াতে একটা অবস্থান তাঁর। অন্যদিকে ইনামুল হক ব্যতিক্রমধর্মী নাট্য রচয়িতা হিসাবে সমাদৃত। শক্তিমান অভিনেতা হিসাবেও তার সুখ্যাতি রয়েছে। তাঁদের সন্তান হৃদি হক অভিনয় জগতে পা রেখেছেন দু'বছর আগে। এরই মধ্যে বেশ ক'টি নাটকে অভিনয় করে আলোচনায় এসেছেন। এবার আমাদের বৈঠক তাঁদের নিয়ে।

আনন্দকণ্ঠ ঃ (লাকী ইনামকে) হৃদির অভিনয় জগতে আসার পিছনে কি আপনি এবং ইনাম ভাইয়ের ইচ্ছা বা আগ্রহ কাজ করেছে?

লাকী ইনাম ঃ ও স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে। আমাদের পুরো বাড়িটাই নাটকের একটা ক্ষেত্র। সারাক্ষণই বাড়িতে নাটকের আলোচনা হয়, গ্রুপের ছেলেমেয়েরা আসে, রিহার্সেল হয়, নাটকের বই এর একটা লাইব্রেরিও আছে বাসায়। সব মিলিয়ে পরিবেশটা এমন যে আমাদের আগ্রহ বা উৎসাহের চেয়ে এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে ও নাটক করবেই।

হৃদি হক ঃ আসলেই তাই। আমি নাটকের মধ্য দিয়েই বড় হয়েছি। বিষয়টা আমার কাছে নতুন কিছু নয় বা ঘটা করে আমারও কিছু নেই।

আনন্দকণ্ঠ ঃ (লাকী ইনামকে) শুরুতেই হৃদি রবীন্দ্রনাথের লেখা চরিত্রে অভিনয় করেছে। অনেক সিনিয়র শিল্পী এ বিষয়ে সমালোচনা করছে যে এত অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে অভিনয় করার সাহস হয় কী করে?

লাকী ইনাম ঃ ছোটবেলা থেকে আমি ওকে নাচ, গান, আবৃত্তি সব শিখিয়েছি। এগুলো শিখেই ও তৈরি হয়েছে। ভালভাবে কোন কিছু জানা থাকলে সে বিষয়ে এমনিই সাহস জন্মে যায়।

আনন্দকণ্ঠ ঃ হৃদি কী বলেন?

হৃদি হক ঃ আমিও একইভাবে বলব। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে কাজ করাটা আমার কাছে নতুন মনে হয়নি। কারণ ছোটবেলা থেকেই আমি এসব চরিত্রগুলোর সঙ্গে পরিচিত।

আলাপের এক সময়ে এনামুল হক ঘরে ঢুকলেন। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। তার পরও সুযোগটুকু না ছেড়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নাটক লেখা কি ছেড়েই দিলেন?

ইনামুল হক ঃ আমি নাটক ছাড়িনি বরং নাটকই মনে হয় আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আমার নাটক মনে হয় দর্শকরা পছন্দ করেন না তাই আজকালকার তরুণ প্রযোজকরাও যোগাযোগ করেন না।

আনন্দকণ্ঠ ঃ এটা কিন্তু অভিমানের কথা। ৮০'র দশকে আপনি যে নাটক লিখেছেন তার প্রতিটি কিন্তু দর্শকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। আপনিই তথাকথিত প্রেম বিরহের বিষয় থেকে ফ্যামিলি ড্রামায় নাটকের মোড় ঘুরিয়েছেন।

ইনামুল হক ঃ আসলে এখন আমার ব্যস্ততা বেড়েছে। আমি এখন ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ডিন হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি। সময় একদম পাই না। তার পরও আগ্রহ যে নেই তা নয়। তবে এখন যোগাযোগ প্রক্রিয়া করণের যুগ। যোগাযোগ প্রক্রিয়াকরণে লোকে পদকও পাচ্ছে। আমি সেটা পারি না। আগে প্রযোজকরা জোর করে নাটক লিখিয়ে নিত। ভাল কিছু লেখার জন্য তাগিদ দিত। এখন নতুন যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ কম। একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে গেছে। নতুনরা যদি আসত, জোর করত তাহলে হয়ত সময় বের করা যেত।

আনন্দকণ্ঠ ঃ হৃদি তো নাটকে এলো ওর সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

ইনামুল হক ঃ অল্প সময়ে ও তুলনামূলকভাবে ভাল নাটক করেছে। এই যে তোমরা ওকে নিয়ে ভাবছ, ওকে নিয়ে আলোচনা করছ, ওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছ এটাই বাবা হিসাবে আমার আনন্দ।

আনন্দকণ্ঠ ঃ (লাকী ইনামকে) হৃদি সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।

লাকী ইনাম ঃ আরও একটু পরিশ্রম এবং নিবেদিত হলে হৃদি ভাল কিছু করতে পারবে। ওর শুরুটা ভাল। কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সিনসিয়র হলে অনেক দূর যেতে পারবে।

আনন্দকণ্ঠ ঃ হৃদি?

হৃদি হক ঃ সব সময়ই নাটক করব। পড়ালেখায় অনেকটা সময় দিতে হয় বলে এখনই নাটক নিয়ে বেশি ব্যস্ত হতে চাই না।

আনন্দকণ্ঠ ঃ পেশা হিসাবে কি নাটককে বেছে নেবেন?

হৃদি হক ঃ নাটক এখন পেশা হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি বিবিএ এ্যাকাউন্টিংয়ে পড়ছি। আমার পড়ার বিষয়টি পেশা হিসাবে নিতে চাই। তবে তাতে যদি নাটকের যোগ থাকে অর্থাৎ ড্রামা অরিয়েন্টেড জব হলে খুব ভাল হয়।

আনন্দকণ্ঠ ঃ অনেকের ধারণা, গ্লামার ছাড়া অভিনয় জগতে টিকে থাকা কঠিন। এটা কতটা সত্যি?

লাকী ইনাম ঃ সাধারণ অর্থে গ্লামামানেই সুন্দর পোশাক, হেয়ারস্টাইল, অতিরিক্ত সাজগোজ, অর্থাৎ একটা চমক সৃষ্টি। কিন্তু আমার কাছে গ্লামার হচ্ছে স্মার্টনেস, সজীবতা, সুন্দর বাচন, সুন্দর করে হাঁটা। চমক নয়। অন্যকে গভীরভাবে আকর্ষণ করা এটাই গ্লামার। সত্যিকার অর্থে একজন শিল্পীর মধ্যে এ ধরনের গ্লামার থাকা প্রয়োজন।

আনন্দকণ্ঠ ঃ হৃদি আপনি কতটা গ্লামারাস?

হৃদি হক ঃ (হেসে)। মার কথা থেকে বুঝে নিন।

আনন্দকণ্ঠ ঃ হৃদিকে দিয়েই শেষ করি। মা, বাবার সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।

হৃদি হক ঃ তারা খুবই পরিশ্রমী। তাদের সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমি যে কাজ করছি তাতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পাচ্ছি তাদের কাছ থেকে। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

অদিতি রহমান